মাহবুব-উল-আলম

চট্টগ্রামের ইতিহাস

কতিপয় বিশিষ্ট পরিবার

ব্যক্তি ঃ প্রতিষ্ঠান ঃ আন্দোলন

ভূমিকা

চট্টগ্রাম ভৌগলিক অবস্থানের দরুণ সীমান্ত অঞ্চল এবং আন্তর্জাতিক বন্দর রূপে হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া বহিরাগত অনুপ্রবেশের এক বিশেষ কেন্দ্র হইয়া রহিয়াছে। তাই ইহার লোক বসতি বড়ই বিচিত্র। পূর্ব পাকিস্তানের অন্য কোন অঞ্চল এই দিক দিয়া চট্টগ্রামের সমকক্ষতা করিতে পারে না।

'চট্টগ্রামের ইতিহাস'-এর শেষ (সপ্তম) খণ্ডে 'আমরা কতিপয় বিশিষ্ট পরিবার, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলন'-এর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি। ইহার ফলে নিজেদের ইতিহাস জানিয়া লইয়া আত্ম-সম্বিৎ লাভে চট্টগ্রামবাসীদের সাহায্য হইবে, ইহাই আমাদের আশা। আর, পাঠ্য বিষয় হিসাবে ইহা সকলেরই নিকট আকর্ষণীয় হইবে, এই ভরসাও আমাদের রহিয়াছে।

কতিপয় বিশিষ্ট বন্ধুর কৌতূহল এবং সাগ্রহ সমর্থন এই কাজে আমার পরম পাথেয় হইয়াছে।

এই খণ্ডের পরিকল্পনা এরূপ যে বহু বৎসর ধরিয়া—আমি সশরীর ইহার সহিত জড়িত থাকিতে পারি আর না পারি—ইহার উপাদান সংগ্রহ ও মুদ্রণের কাজ চলিতে পারিবে। ইহার পৃষ্ঠাঙ্ক ও বাঁধাইর ব্যবস্থা এইরূপ যে কাজ চলিতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে যথাস্থানে গ্রন্থনের দ্বারা ইহার কলেবরও বাড়িতে থাকিবে। পৃষ্ঠাঙ্কে গ্রন্থনের আভাস ও পরিচালনা পাওয়া যাইবে। সূচি গ্রন্থের মালিকেরা নিজেই তৈয়ার করিয়া লইতে পারিবেন।

এই গ্রন্থ আল্লাহতা'লার কবুল হউক এবং চট্টগ্রামের ঘরে ঘরে গৃহীত হউক—ইহাই প্রার্থনা।

মাহ্‌বুব-উলআলম
২৬শে মে, ১৯৬৬ ইং

নয়ালোক প্রকাশনী
'আলামীন'
কাজীর ডেউরী সেকেণ্ড লেইন,
চট্টগ্রাম।

খাঁ-সিদ্দিকী বংশ

অনুপ্রবেশ : শাহ শুজার হিজরৎ (১৬৬০)

বৈশিষ্ট্য : ইস্‌লামিয়ৎ, আধ্যাত্মিক সাধনা, শিক্ষা-দীক্ষা, রাষ্ট্র-সেবা, সাহিত্য ও সুকুমার বৃত্তি

চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানার চুনতি গ্রামের প্রসিদ্ধ 'খাঁ'-বংশ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রঃ) হইতে সম্ভূত।

তাঁহার পরবর্তী হযরতানের নাম এইরূপ: ২ খাজা আবু মোহাম্মদ, ৩ শেখ শা আবুল কাসেম, ৪ শেখ আহ্‌মদ, ৫ খাজা আলাউদ্দীন মোহম্মদ, ৬ শেখ আবুল হাসান, ৭ শেখ আহ্‌মদ, ৮ শেখ আবুল ফজল, ৯ শেখ মোবারক বোগদাদী, ১০ খাজা নসর আবু য়ুসুফ চিশ্‌তি, ১১ খাজা আবু মৌদুদ চিশ্‌তি, ১২ শেখ আবুল মনসুর ১৩ সুলতান মাহ্‌মুদ, ১৪ শেখ আবদুল জলিল, ১৫ শেখ ওসমান হাকেম, ১৬ শেখ আবদুল কাদের, ১৭ খাজা আবু তোরাব, ১৮ য়াহিয়া মোআয, ১৯ শা আবুল মুজঃফর ২০ শা আবদুল করীম, ২১ শেখ আবু সালেহ, ২২ খাজা মখদুম জালালুদ্দীন, ২৩ শা নূরুদ্দীন, ২৪ শেখ মাহমূদ, ২৫ শেখ আবু নসর, ২৬ কাযী আবদুল ওয়াহেদ, ২৭ শা বোরহানুদ্দীন লাহোরী, ২৮ শেখ ইব্রাহীম লাহোরী, ২৯ মোহম্মদ য়ুসুফ খান-মজলিস ৩০ শা ওসমান শরীফ, ৩১ শা আউলিয়া শরীফ, ৩২ আবু সালে শরীফ, ৩৩ শা মোহম্মদ তাহের।

৯ম পুরুষ শেখ মোবারক হইতে আমরা দেখিতে পাই এই বংশ বোগদাদ, চিশ্‌ত এবং ক্রমে লাহোর পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। ২৯ম পুরুষ শা মোহম্মদ য়ুসুফকে আমরা গৌড়ে অবস্থিত এবং সুলতান সৈয়দ আলাউদ্দীন আবুল মোজঃফর হোসেন শার (১৪৯৩-১৫১৯) দরবারে সম্মানিত 'খান-মজলিস' উপাধিপ্রাপ্ত অমাত্য রূপে দেখিতে পাই।

সম্ভবতঃ এই সময় হইতে এই সিদ্দিকী বংশটি 'খাঁ' উপাধি ব্যবহার করিতেছেন। এখন কেহ কেহ নামের পেছনে 'খাঁ সিদ্দিকী' উভয় উপাধিই ব্যবহার করিয়া থাকেন।

যাহা হউক, কথিত হয়, ৩৩-তম পুরুষ শাহ্‌ মোহম্মদ তাহেরের পুত্র [৩৪-তম পুরুষ] মওলানা হাফেয খাঁ বাঙ্গালার মোগল গভর্ণর শা শুজার পীর ছিলেন। তিনি 'খান-মজলিস' উপাধিপ্রাপ্ত হইয়া শুজার দরবারের অন্যতম অমাত্য গণ্য হইতেন। অধিকন্তু, তিনি বিচার বিভাগীয় কাযী-উল-কোজ্জাতের উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

আওরঙ্গজেবের সহিত বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে শুজা যখন

আরাকান অভিমুখে পলায়ন করিতেছিলেন তখন পথে পড়িল চট্টগ্রাম। এই সময় তাঁহার সঙ্গে পরিবার পরিজন এবং অনেক লটবহর ছাড়াও ৩০০০ মোগল সৈন্য। ১২ই মে তিনি পরিবার এবং ২০০ অনুচর লইয়া পর্তুগীজ জাহাজে আরাকান রওয়ানা হইলেন। অবশিষ্ট অনুচরগণ এবং সৈন্যগণকে স্থল-পথে অগ্রসর হওয়ার আদেশ দেওয়া হইল।

কথিত আছে ঐ ২০০ অনুচরের মধ্যে ২২ জন ছিলেন আলেম ও কাজেল। প্রকাশ: ইঁহাদের মধ্যে তাঁহার পীর মওলানা হাফেয খান-মজলিস্‌ও ছিলেন। সঙ্গে তাঁহার পুত্র (৩৫ তম পুরুষ) শা তৈয়ব।

আরাকানে শা শুজা আরাকান-পতির সহিত এক সংঘর্ষে পতিত হইয়া ১৬৬১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস মৃত্যু বরণ করেন। এই সময় যে ধর-পাকড় শুরু হয় উহা হইতে আত্ম-রক্ষার্থ মওলানা হাফেয খান-মজলিস চট্টগ্রামের বাঁশখালী থানার বাণীগ্রামে সরিয়া আসিয়া সপুত্র বসতি করিতে থাকেন।

বাণীগ্রাম শাখা

মওলানা হাফেয খান-মজলিসের সমাধি বাণীগ্রামে বর্তমান রহিয়াছে। তৎপুত্র শা তৈয়ব।

শা তৈয়বের চারি পুত্র: শা আব্বাস, মাগন, কমর ও ফরমান। এবং এক কন্যা: আফিকা বিবি। শা আব্বাস বংশের জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক সাধনার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু, মাগন ও কমর সৈনিক বৃত্তি গ্রহণ করেন।

১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে মোগল কর্তৃক চট্টগ্রাম বিজয়ের পর তাহাদের অধিকার শঙ্খ নদী পর্যন্ত আসিয়া শেষ হয়। সীমান্ত বরাবর আরকানীদের হানা অব্যাহত গতিতে চলিতে থাকে। কিন্তু, ছন্দ খুধম্মার (১৬৫২-৮৪) মৃত্যুর পর আরাকান অরাজক হইয়া পড়ে। দক্ষিণ চট্টগ্রামের আরাকানী গভর্নর ছিলেন বান্দরবনের 'বোহমং' হারিও। আরাকানে অরাজকতা উপস্থিত হওয়ায় তিনি অনেকটা স্বাধীন ভাবে দেশ শাসন করিতেছিলেন। সম্ভবত: এই সুযোগে চট্টগ্রামের পাহাড়ী উপজাতিগুলি প্রবল হইয়া উঠে। তাহারা সমতলে নামিয়া অধিবাসীদের উপর অত্যাচার করিত।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী চট্টগ্রামের শাসন-ভার গ্রহণ করে উহার প্রাক্কালে অভয় রাম চৌধুরী বাণীগ্রামের জমীদার-বংশের পত্তন করেন। কথিত হয়, এই সময় পাহাড়ীয়া খুই উপজাতিরা বাণীগ্রামে নামিয়া আসিয়া বড়ই উৎপাত করিত। তাহাদের বিরুদ্ধে আত্ম-রক্ষার জন্য জমীদারকে এক বাহিনী পোষণ

করিতে হইত। মাগন ও কমর ইহাদের সেনাপতি নিযুক্ত হন। তাঁহারা খুইদিগকে পর্যুদস্ত করিয়া বার বার তাড়াইয়া দিতে সমর্থ হন। কিন্তু, পরিণামে এক অতর্কিত আক্রমণে উভয় ভ্রাতাই নিহত হন।

আফিফা বিবির বিবাহ হয় দিলরাজ শা নামক স্থানীয় এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত। ফরমানের পুত্র শুকুর মোহম্মদ। শুকুর মোহম্মদ এবং আফিফা বিবির বংশধরগণ এখনও বাণীগ্রাম অঞ্চলে বাস করিতেছেন।

শাহ্ আব্বাস এক শিশুপুত্র শেখ আবদুল্লাকে গৃহে রাখিয়া হজ্জে গমন করেন। তৎকালে হজ্জের সফর বিশেষ কষ্টকর ও বিপজ্জনক ছিল। পাছে পথেই তাঁহার মৃত্যু হয় এই আশঙ্কায় তিনি চুনতি গ্রামের ছুফি-মিঞাজী-পাড়া নিবাসী তাঁহার বন্ধু নসরুল্লা খোন্দকারকে এই নির্দ্দেশ দিয়া যান যে যদি তিনি ফিরিয়া আসিতে না পারেন তাঁহার শিশু-পুত্রকে চুনতি আনিয়া মানুষ করিতে হইবে। নসরুল্লা খোন্দকারের পূর্ব পুরুষও শা-শুজার অন্যতম অনুগামী ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। সেই সূত্রে উভয় পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্টতা ছিল।

শাহ্ আব্বাস হজ্ হইতে ফিরিবার কালে পাটনায় এন্তেকাল করেন। এদিকে নসরুল্লা খোন্দকারও এন্তেকাল করিয়াছিলেন। কিন্তু, তাঁহার পুত্র শা শরীফ মিঞাজী শা আব্বাসের নির্দ্দেশ অবগত ছিলেন।

চুনতি শাখা

তিনি বাণীগ্রাম গিয়া বালক শেখ আবদুল্লাকে চুনতি লইয়া আসেন এবং শেখ কৃতবিদ্য হইলে নিজ পরিবারের এক মেয়ের সহিত তাঁহার বিবাহ দেন।

শেখ আবদুল্লার দুই পুত্র: কারী আবদুর রহমান ও মোহম্মদ মুকীম। আবদুর রহমানের কেরাৎ চুনতিকে এক আকর্ষণ-কেন্দ্র করিয়া তোলে। শুক্রবারে জুমা'র নামাজে তাঁহার কেরা'ৎ শুনিবার জন্য দশ মাইল দূরবর্তী হারবাং হইতে পর্যন্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ও বহু আলেম-ফায়েলের সমাগম হইত।

কারী আবদুর রহমানের দুই পুত্র: মওলানা আবদুল হাকীম এবং নাসিরুদ্দীন খাঁ বিশেষ রূপে প্রসিদ্ধ। এক পুত্র রামুতে, এক পুত্র আরাকানে গিয়া অবস্থিত হন। এক পুত্র অল্প বয়সেই মারা যায়। দুই পুত্র লা-ওলাদ ছিলেন। তাঁহার দুই কন্যা ছিল।

সিদ্দিকী বংশে বহু 'বুজুর্গানে দীন'-এর আবির্ভাব হইয়াছে। তন্মধ্যে (২য়) খাজা আবু মোহম্মদ, (৩য়) শেখ শা আবুল কাসেম, (৪র্থ) শেখ আহমদ, (৫ম) খাজা আলাউদ্দীন

মোহম্মদ, (৬ষ্ঠ) শেখ আবুল হাসান, (১০ম) খাজা নসর আবু য়ুসুফ চিশ্‌তি (২১-তম) শেখ আবু সালেহ এবং (২৩-তম) শা নূরুদ্দীন বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ।

(২৮-তম) শেখ ইব্রাহিম লাহোরীও বুজুর্গ দরবেশ ও কামেল পীর ছিলেন।

মওলানা আবদুল হাকীম — এই মহাপুরুষের মধ্যে আসিয়া বংশের জ্ঞান ও অধ্যাত্ম-সাধনার ধারা বিশেষ রূপে প্রতিফলিত হইয়া উঠে। তিনি কলিকাতায় গিয়া আলীয়া মাদ্রাসায় পাঠ সমাপন করেন এবং হযরৎ সৈয়দ আহ্‌মদ বেরেলভীর সঙ্গ লাভ করতঃ বিশেষ কমালিয়ৎ হাছল করেন । তিনি হযরতের নিকট মুরীদ হন এবং তাঁহার খেলাফৎ লাভ করেন। তিনি প্রথমে কাজীর পদে নিয়োজিত ছিলেন । কিন্তু, ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কাজীর পদ তুলিয়া দিলে তিনি মুন্সেফ পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু, কোম্পানী শরীয়ৎ আইন তুলিয়া দিলে এবং চাকুরী তাঁহার আধ্যাত্মিক সাধনার পরিপন্থী বিবেচিত হওয়ায় ঐ পদে ইস্তেফা দিয়া সর্বক্ষণ ভজন-সাধনে নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি বৎসরে একখানি কোরাণ নকল সমাপ্ত করিতেন । কনিষ্ঠ নাসিরুদ্দীন খাঁ এত উচ্চ [একশত টাকা] হাদিয়া দিয়া উহা গ্রহণ করিতেন যে ঐ অর্থেই মওলানার সম্বৎসরের খরচ পোষাইয়া যাইত । তিনি হজ্‌-ব্রত পালন করেন । ফার্সী কবিতায় তিনি তাঁহার সফর নামা এবং হজ্‌-নামা রচনা করিয়া গিয়াছেন।

মওলানা আবদুল হাকিম এই অঞ্চলে একটা আলোক-বর্তিকার ন্যায় জ্বলমান ছিলেন । তাঁহার পুণ্য-প্রভাব তাঁহার যুগের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে এবং তাঁহার বংশধরগণকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে ।

মওলানা আবদুল হাকীম শাখা

মওলানা আবদুল হাকীমের আট পুত্র: অঝ্‌হিউল্লা, হামিদুল্লা, মাহ্‌মুদুল্লা, রা'ফতুল্লা, ওবায়দুল্লা, আবদুল হাই, মোহম্মদ ইস্‌মাইল ও এয়াকুব। জ্যেষ্ঠ অঝ্‌হিউল্লাহ্‌ 'হিন্দুস্থান' গিয়া উচ্চ শিক্ষা অর্জন করেন। পরে বিচার বিভাগে মুনসেফ নিযুক্ত হইয়া সব্‌-জজের পদে উন্নীত হন এবং 'খান বাহাদুর' খেতাব লাভ করেন।

অঝ্‌হিউল্লা খাঁর পুত্র: ১ আহমদ কবীর খাঁ, ২ ফৌজুল কবীর খাঁ। আহ্‌মদ কবীর খাঁর পুত্র তাহেরুল কবীর খাঁ। তৎপুত্র মোশ্‌তাক আহমদ খাঁ।

ফৌজুল কবীর খাঁ প্রতিপত্তিশালী জমীদার এবং ফার্সী ও উর্দ্দু ভাষায় প্রসিদ্ধ শায়ের ছিলেন।

তাঁহার প্রণীত কয়েকখানি কেতাব মুদ্রিত রহিয়াছে। যথা :

১ গোলদস্তায়ে ফউজ : ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনীর সমাবেশ

২ সখলিস্তানে তাহ্‌রীর : ফার্সী রচনা-কৌশলের নানাবিধ নমুনা

৩ যালেকুল ফউজুল আজীম : মিলাদ শরীফ

৪ নক্‌হাতে গুলিস্তান : উর্দ্দুতে এবং পদ্যে শেখ সা'দীর গুলিস্তাঁর অনুবাদ। তাঁহার তখল্লুস ছিল 'শওক্‌'।

এতদ্ভিন্ন তিনি চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের ফার্সী ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। এবং জেলা বোর্ডের সদস্য হইয়াছিলেন।

তৎপুত্র: ১ নূরুল কবীর (খাদ্য বিভাগে সব-ইন্সপেক্টর) ২ বক্তল কবীর (প্রসিদ্ধ কাওয়াল, তাঁহার কোন কোন গান রেকর্ড্‌ হইয়াছে), ৩ মওলবী সদ্‌রুল কবীর ৪ নছরুল কবীর ও ৫ মলিহুল কবীর।

নূরুল কবীরের পুত্র: ১ নজিরুল আজীম, ২ আন্‌ওয়ারুল আজীম ও ৩ শফিকুল আজীম (বি-এ অনার্স: পরীক্ষার্থী)

বক্তল কবীরের পুত্র ফৌজুল আজীম খাঁ এফ্‌. এম্‌ চট্টগ্রাম সহরে কাজী ও নেকাহ্‌ রেজিষ্ট্রার। তৎপুত্র মণিরুল আজীম এবং মসিহুল আজীম।

সদরুল কবীরের পুত্র শব্বিরুল আজীম (এফ্‌-এম্‌) ও আনসারুল আজীম (টাইটেল পাস)।

নছরুল কবীরের পুত্র আহ্‌মদ খান, মোহম্মদ খান, হামেদ খান ও মাহ্‌মুদ খান।

মলিহুল কবীরের পুত্র ছলিমুল কবীর।

ওবায়দুল্লা মওলানা, হাজী এবং পীর (পিতার খলিফা) ছিলেন। তৎপুত্র ১ আবদুল গণী, ২ আজগর হোসেন, ৩ এহ্‌সান আলী, ৪ বাহাউদ্দীন ও ৫ জালালুদ্দীন সকলেই বুজুর্গ আলেম ছিলেন।

আবদুল গণী হজ্‌ করিয়াছিলেন এবং মওলানা আবদুল হামীদ বোগদাদীর খলিফা ছিলেন। তিনি সুলেখকও ছিলেন। ফার্সী ভাষায় 'কেরামৎ নামা' প্রণয়ন করেন। উহাতে তাঁহার দাদা মরহুম মওলানা আবদুল হাকিমের কতিপয় 'কেরামৎ' বর্ণিত হইয়াছে। পরে উহা বাংলা ভাষায় অনুদিত হয়।

তিনি চুনতি হাকিমিয়া মাদ্রাসার ১ম সেক্রেটারী নিযুক্ত হন।

মওলানা আবদুল গণীর তিন পুত্র: ১ গোলাম মোস্তফা, ২ হাজী শমসুল হুদা ও ৩ বক্তল হুদা। গোলাম মোস্তফার পুত্র মওলবী মাহ্‌ফুজুর রহ্‌মান। তৎপুত্র ছরওয়ার আলম ও আমিনুর রহ্‌মান।

হাজী শমসুল হুদার পুত্র কমরুল হুদা।

গোলাম মোস্তফা চন্দনপুরায় ইসলামিয়া লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠায় পিতার প্রধান সাহায্যকারী ও সহযোগী ছিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যু হইলে উহার পরিচালনার দায়িত্ব গিয়া পড়ে ভ্রাতা হাজী শমসুল হুদার উপর। তিনি উহাকে আন্দরকিল্লায় স্থানান্তরিত করেন। উহা 'কোরাণ মঞ্জিল' ও ইসলামিয়া লাইব্রেরী নামে সুপরিচিত। তিনি চন্দনপুরার খালি বাড়িতে ইসলামিয়া লিথো য়্যাণ্ড প্রিন্টিং প্রেস স্থাপন করেন। পুস্তক মুদ্রণ, প্রকাশনা ও বিক্রয়ের উভয় প্রতিষ্ঠান মিলিয়া এই ব্যবসা বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছে। কোরাণ মুদ্রণ ও ধর্মীয় পুস্তকের অনুবাদ প্রকাশ তাঁহাদের বিশেষত্ব। ব্যবসায়ে তাঁহারা বহু ইসলামী রেওয়াজ চালু রাখিয়াছেন এবং তাঁহাদের ব্যবসায়ে বহু আত্মীয় এবং প্রতিবেশী স্থান লাভ করিয়াছেন।

বজল হুদা আন্দরকিল্লার পাকিস্তান লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা ও মালিক। প্রথমে আন্দরকিল্লার ইসলামিয়া লাইব্রেরী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শমসুল হুদার সহযোগিতায় সংগঠন করেন।

তাঁহার পুত্র: ১ নজমুল হুদা, ২ আফসারুল হুদা ও ৩ সাইফুল হুদা।

মওলানা আসগর হোসেনও সুলেখক ছিলেন। উর্দু ভাষায় 'মেসবাহুস সালেকীন' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। উহা আধ্যাত্মিক সাধনা সম্পর্কিত।

তৎপুত্র আনওয়ার হোসেন, মওলবী আতহার হোসেন ও মওলবী হাজী আজহার হোসেন।

আনওয়ার হোসেন 'ইসলামিয়া লাইব্রেরী' প্রতিষ্ঠার যুগে উহার প্রধান সংগঠক ছিলেন। অল্প বয়সে মারা যান। এখন নিঃসন্তান।

আতহার হোসেন ল্যাণ্ড কাষ্টমসের সীনিয়র ইন্টেলিজেন্স অফিসার। তৎপুত্র: ১ ছালামৎ হোসেন, ২ আজিজুল হোসেন ও ৩ হামিদুল হোসেন। আজহার হোসেনের পুত্র ওবেদ হোসেন এবং মোহম্মদ হাসান।

মওলানা এহছান আলীর পুত্র রুহুল্লা। আন্দরকিল্লায় মওলানা আবদুল হাকিমের নামে 'হাকিমিয়া লাইব্রেরী' স্থাপন পূর্বক পুস্তকের ব্যবসা করেন। তৎপুত্র: আমানুল্লা, ২ হাবিবুল্লা ও ৩ সলিমুল্লা।

আমানুল্লার পুত্র: ১ ইকবাল হোসেন, ২ নজীর হোসেন, ৩ শহীদ হোসেন, ৪ ছবির হোসেন এবং ৫ খালেদ হোসেন।

মওলানা বাহাউদ্দীনের পুত্র মওলবী সৈফুদ্দীন ও মায়েজউদ্দীন।

আবদুল হাই কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রসিদ্ধ আলেম ও

শায়ের ছিলেন। তিনি হুগলী ইমামবাড়া মস্‌জিদের অথবা উহার নিকটস্থ মস্‌জিদের ইমাম ছিলেন। সৈয়দ আমীর আলীর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং বিভিন্ন পুস্তক প্রণয়নে আরবী ফার্সী ইত্যাদি অনুবাদের ব্যাপারে তাঁহাকে বিশেষ রূপে সাহায্য করেন। মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে এন্তেকাল করেন। ইমামবাড়ায় সমাহিত হন। সৈয়দ আমীর আলী তাঁহার বিধবাকে চুনতীতে মাসিক ২০ টাকা ভাতা পাঠাইতেন।

তৎপুত্র ১ আবদুচ্ছালাম ও ২ আবদুল মালেক: প্রসিদ্ধ ইউনানী চিকিৎসক ছিলেন। কন্যা ছফিরা খাতুন: এই বংশের অপর শাখার মওলানা কৈয়াজুর রহমান খাঁর সহিত বিবাহিতা।

আব্দুচ্ছালামের পুত্র ১ মওলানা আবদুস্ সবুর এফ এম ও ইউনানী হেকিম, ২ মওলানা আবদুন্ নূর এফ এম ও হিন্দুস্তান দেওবন্দ মাদ্রাসায় শিক্ষা-প্রাপ্ত। স্কুলের শিক্ষক ও মস্‌জিদের ইমাম। ৩ আবদুল মোন্‌এম এফ এম স্কুল-শিক্ষক ও মস্‌জিদের ইমাম।

আব্দুস্ সবুরের পুত্র ১ সরদারে আলম মো: জাফরুল্লা খাঁ, ২ আন্‌ওয়ারে আলম মো: নছরুল্লা খাঁ, ৩ আবরারে আলম মো: নজরুল্লা খাঁ ও ৪ আছরারে আলম মো: কমরুল্লা খাঁ।

আব্দুন্নূরের পুত্র রফিকুল ইসলাম।

শিক্ষা-বিস্তারে আগ্রহ — সিদ্দিকী বংশে অধ্যাত্ম সাধনার ধারা চলিয়া আসিয়াছে। এই সাধনার সহিত জ্ঞান ও শিক্ষা-বিস্তারের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রহিয়াছে। পীরের খান্‌কার সহিত মস্‌জিদ এবং মস্‌জিদের সহিত মোক্তব-মাদ্রাসা ইসলামী সমাজের ইহাই রূপ ছিল।

২৯-তম পুরুষ মোহম্মদ য়ুসুফ খান-মজ্‌লিসের পরবর্তী চারি পুরুষ: ৩০ শা ওসমান শরীফ, ৩১ শা আউলিয়া শরীফ, ৩২ আবু সালে শরীফ এবং ৩৩ শা মোহম্মদ তাহের বাদশাহী দরবার হইতে দূরে থাকিয়া আধ্যাত্মিক সাধনায় এবং ধর্মীয় শিক্ষা-বিস্তারে নিয়োজিত ছিলেন।

বাণীগ্রামে অবস্থিত হইয়া ৩৪-তম পুরুষ মওলানা হাফেয খান-মজ্‌লিস, তৎপুত্র শা তৈয়ব এবং পৌত্র শা আব্বাসও ধর্মীয় শিক্ষা-বিস্তারে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। প্রকাশ: শা তৈয়বের পুণ্য-প্রভাবে বাণীগ্রামের জমীদার-বংশ বিশেষ অভিভূত হন এবং তাঁহারা হিন্দু হইলেও ঐ শিক্ষা-বিস্তারের কাজে শা তৈয়বকে নগদ অর্থ ও জায়গা-জমী দান করিয়া প্রভূত সাহায্য করেন।

চুনতিতে অবস্থিত হইয়া তাঁহার পৃষ্ঠপোষক শাহ্ শরীফ মিঞাজীর সাহায্যে শেখ আবদুল্লা একখানি মোক্তব পরিচালনা করিতে থাকেন। তাঁহার পুত্র কারী আবদুর রহমানকে আমরা একখানি উচ্চ পর্যায়ের মোক্তব পরিচালনা করিতে দেখিতে পাই।

তাঁহার কৃতী পুত্র মওলানা আবদুল হাকীম উহাকে আরও গোলজার করিয়া তোলেন এবং ধর্মীয় শিক্ষার কেন্দ্র রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার পুত্র অযহিউল্লা খান বাহাদুর 'ছামী' তখল্লুস গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বংশের পরিচালিত মোক্তবখানিকে 'ছামিয়া মাদ্রাসা'য় পরিণত করেন।

'ছামিয়া মাদ্রাসা'র স্থানে এখন মওলানা আবদুল হাকীমের নামে 'হাকিমিয় দীনিয়র মাদ্রাসা' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা মওলানা ওবায়দুল্লার পুত্র মওলানা আবদুল গণী, ডেপুটী ফৈজুল্লা খাঁর পুত্রগণ: মওলবী মুস্তাফিজুর রহমান খাঁ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মওলানা ফৈয়াজুর রহমান খাঁ ও এস্তেফাজুর রহমান খাঁ: এবং মওলানা নজীর আহমদ ও স্থানীয় অন্যান্য বহু লোকের দান, সহযোগিতা এবং ঐকান্তিক চেষ্টার ফলেই সম্ভব হইয়াছে। মাদ্রাসাখানি এখন খুব ভাল ভাবে চলিতেছে। পূর্বকালে যেমন ফার্সী চর্চায় চুনতির লোকেরা অগ্রণী ছিলেন আধুনিক যুগে তেমনি ইংরেজী চর্চায়ও তাঁহারা অগ্রণী রহিয়াছেন। স্বাধীনতা লাভের পর এই বংশের মুহম্মদ ইউসুছ খান, মুহম্মদ ইলিয়াছ খান, কবিরউদ্দীন আহমদ খান ও অন্য বংশের ডাঃ নুরুল আলম, ইস্তকা আলী এবং অন্যান্যদের উদ্যোগে 'চুনতি উচ্চ ইংরেজী স্কুল' প্রতিষ্ঠিত হইয়াও সুচারু রূপে চলিতেছে।

Chunati.com Pioneer in village based website

নাসিরুদ্দীন ডেপুটী শাখা

লর্ড এলেনবরো (১৮৪২-৪৪) ভারতের বড়লাট থাকা কালে 'ডেপুটী কলেক্টর'এর পদ প্রবর্তিত হয়। 'শেখ ওবেদুল্লা খাঁ বাহাদুর' শেরেস্তাদারের পদ হইতে উন্নতি করিয়া 'ডেপুটী কলেক্টর' হইয়াছিলেন।

অতঃপর আমরা তিনজন চট্টগ্রামী ডেপুটী কলেক্টরের নাম পাই: 'শেখ ওবেদুল্লা খাঁ বাহাদুর'-এর পুত্র 'শেখ হামিদুল্লা খাঁ বাহাদুর,' সাতকানিয়া থানার গারাঙ্গিয়া নিবাসী আবদুল হামিদ এবং চুনতির 'নাসিরুদ্দীন খাঁ বাহাদুর'। প্রকাশ: তাঁহাদের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল।

জন ইংলিস হার্ভী ১৮৩১ হইতে মোটামুটি ১৮৩৮ পর্যন্ত চট্টগ্রামের কলেক্টর ছিলেন। কোম্পানী আমলে জরীপের প্রধান ধাক্কাটা পোহাইতে হইয়াছিল তাঁহাকেই। তাঁহার কার্য-কলাপে জেলা-ব্যাপী অসন্তোষ দেখা দিয়াছিল। উহা চরমে উঠিল আনোয়ারায়। এখানে হাছি ও নিশি নামক দুই ভাই এবং রাহিরাম তাঁহার শ্বেত-চামড়ার

কিছু মাত্র মর্যাদা না করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বেশ উত্তম-মধ্যম দিয়াছিল। হার্ভী সদরে পলাইয়া আসেন।

প্রকাশ : এই সময় নাসিরুদ্দীন খাঁ জরীপ কার্যে হার্ভীর সহকারী ছিলেন। তিনি হার্ভীকে ক্রুদ্ধ জন-সাধারণের হাত হইতে পলাইয়া যাইবার উপায় করিয়া দিয়াছিলেন এবং আনোয়ারার জরীপ কার্য তাঁহার বুদ্ধিতেই সমাধা হইয়াছিল।

হার্ভী পলাইয়া গেলে তিনি জনতার আক্রমণের লক্ষ্য হইয়া পড়েন। তাঁহার এক অনুচর ছিল পালোয়ান। সে তাঁহাকে লইয়া কোন রূপে থানায় পৌঁছিতে সক্ষম হয়। ওদিকে হার্ভী সদর হইতে বিরাট এক পুলিস বাহিনী লইয়া ঘটনা-স্থলে ফিরিয়া আসেন। তখন দলে দলে লোককে গ্রেফতার করিয়া নাসিরুদ্দীন খাঁর সম্মুখে আনা হইতে লাগিল। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল : ইহার মধ্যে তিনি আক্রমণকারীকে চিনিতে পারেন কিনা।

ইহা ছিল একটা সঙ্কট মুহূর্ত। প্রকৃত পক্ষে প্রত্যেক দলেই কয়েকজন আক্রমণকারী ছিল। সকলেই বুঝিতে পারিল : ইহাদের জীবন-মরণ নির্ভর করে নাসিরুদ্দীন খাঁর মুখের একটা কথার উপর। কিন্তু, নাসিরুদ্দীন খাঁ সঙ্কট বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত ধীর মস্তিষ্কে কাজ করিলেন। তিনি সোজা বলিয়া দিলেন : তিনি কাহাকেও চিনিতে পারিতেছেন না।

সুতরাং, সকলকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। হার্ভীও তাঁহার চাতুরি বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু, এই ভাবে সঙ্কট কাটিয়া যাওয়ায় তিনি তাঁহার সহকারীর উপর বরং খুশীই হইলেন। ওদিকে সাহেব চলিয়া যাওয়ায় পর লোকেরা দলে দলে আসিয়া নাসিরুদ্দীন খাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল। তিনি বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। এই সুযোগে জরীপ কার্যও নির্বিঘ্নে সমাধা হইল।

সম্ভবতঃ ইহার পুরস্কার স্বরূপই তাঁহাকে ডেপুটী কলেক্টরের পদে উন্নীত করা হয় এবং 'খান বাহাদুর' খেতাব দেওয়া হয়। কথিত আছে তাঁহাকে 'মুদারুল মেহাম' সহ অন্যান্য খেতাবও দেওয়া হয়। তিনি লোকের আগ্রহাতিশয্যে শুধু 'খান বাহাদুর' খেতাবটি ব্যবহার করিতেন। অন্যান্য খেতাব পরিত্যাগ করেন।

তিনি হজ-ব্রত সমাপনের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। সরকারী কাজ হইতে ছুটি মঞ্জুর না হওয়ায় তিনি চাকুরিতে ইস্তেফা দিয়া হজ সমাপন করিয়া আসেন। তখনকার দিনে হজ সমাপনের পর লোকে ঘরে বসিয়া অধ্যাত্ম জীবন যাপন করিতে চাহিতেন। বাড়ি ছাড়িয়া দূরে যাইতে চাহিতেননা। এই অবস্থায় সরকার তাঁহাকে পুনরায়

চাকুরিতে নিযুক্ত করিতে চাহিলে তিনি দূরে যাইতে অস্বীকার করেন। অগত্যা পার্শ্ববর্তী চকরিয়া থানার দারোগার পদ গ্রহণ করেন। ইহা ছিল বস্তুতঃ ঘরে বসিয়া অবৈতনিক ভাবে সমগ্র এলাকার শান্তি রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ। এই সময় ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয়। এই বিপদের সময় নাসিরুদ্দীন খাঁ বাহাদুর কর্তৃপক্ষকে যে সাহায্য করেন উহাতে সন্তুষ্ট হইয়া সরকার তাঁহাকে শঙ্খ ও মাতামুড়ি নদীর মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ খাস এলাকার ইজারা অর্পণ করেন। ফলে তিনি বিরাট ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অধিকারী হন। তিনি স্বভাবতঃ দানশীল ও পরোপকারী ছিলেন। ক্ষমতা হাতে পাইয়া তিনি এত লোকের সাহায্য ও উপকার করেন যে তাঁহাকে জমানার 'হাতেম তাই' বলিয়া অভিহিত করিত। ১৮৫৭ সালের সম-সময়ের পুঁথিকার কবি হাশমৎ আলীর তিনি প্রধান উৎসাহ দাতা ছিলেন।

মাত্র ৫৩ বৎসর বয়সে তিনি ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুলাই পরলোক গমন করেন। দেশের উপর দিয়া শোকের ঝড় বহিয়া যায়। এই উপলক্ষে অহিউল্লা খান বাহাদুর 'গমে আ'ম' নাম দিয়া ফার্সীতে যে শোক-গাথা রচনা করেন তাহা অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

'গম-এ আম' — অর্থাৎ চাচার মৃত্যুতে শোক-গাথা। ইহা ফার্সী ভাষার 'মর্সিয়া' ইহাতে বার জন 'শায়ের'-এর রচনা রহিয়াছে। ইঁহারা হইলেন:

১ মওলবী অহিউল্লা খাঁ সামী। সঙ্কলনটির তিনিই সম্পাদনা করেন।

২ লালা হরগোপাল তফতাহ। বুলন্দশহরের নিকট সিকান্দরাবাদ ইঁহার নিবাস ছিল। ইনি মীরযা আছাদুল্লা খাঁ গালীবের বিখ্যাত শাগরেদ ছিলেন।

৩ মওলবী মুহসিন সাহেব মুহসিন কাকুরী, লাখনো। উপরোক্ত দুই ব্যক্তি তৎকালে উর্দু ও ফার্সী সাহিত্যে প্রথম পংক্তির কবি ছিলেন।

৪ মওলানা আবদুল হাকীম (মরহুমের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা)।

৫ শেখ মুহম্মদ নিযামুদ্দীন নিযামী, দিবাই, বুলন্দ শহর।

৬ মওলবী মুহম্মদ এয়াকুব খাঁ খুরজা, বুলন্দশহর।

৭ মওলবী শাহ সাহেবে আলম সাহেব মারহারভী। মারহিরার আলম পরিবার সাহিত্য-সাধনার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন।

৮ জনাব ফযল আলী খাঁ শাজাহানপুরী, রোহিলখণ্ড। এই সময়ে চট্টগ্রামে বাস করিতেছিলেন।

৯ মওলবী হামিদুল্লা খাঁ, চট্টগ্রাম।

১০ সৈয়দ সালামতুল্লা সালামৎ, বদাউন।

১১ সৈয়দ আলে মুহম্মদ মারহারভী।

১২ শেখ আযমৎ আলী সাহেব, কাকুরী। ইঁহার কবিতাটি নাসিরুদ্দীন খাঁর অপর এক ভ্রাতা শেখ আবদুল করীমের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দেই এই মৃত্যুটি ঘটে। নাসিরুদ্দীন খাঁ এন্তেকাল করিয়াছেন ১২৮৪ হিজরীর ২৪শে রবিয়ল আওয়াল। আবদুল করীম ৬ই জিলকদ তাঁহাকে অনুসরণ করেন।

ইউ-পির এতগুলি কবি ইহাতে শরীক হইবার কারণ : তৎকালে মওলবী মুহম্মদ অহিউল্লা খাঁ ইসলামাবাদী সামী ঐ প্রদেশের মৈনপুরী জেলার 'সদরস্ সুদুর'-এর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ভ্রাতৃ-প্রেম — মওলানা আবদুল হাকীম এবং নাসিরুদ্দীন খাঁ বাহাদুর ভ্রাতৃ-প্রেমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। মওলানা আবদুল হাকীম সারা বৎসরে একখানি কোরাণ নকল করিতেন। নাসিরুদ্দীন খান বাহাদুর উহা এত উচ্চ হাদিয়ায় গ্রহণ করিতেন যে উহাতেই মওলানার সম্বৎসরের ব্যয় নির্বাহ হইত। নাসিরুদ্দীন খান বাহাদুরের অকাল মৃত্যুতে মওলানা আবদুল হাকীমই সর্বাধিক শোকগ্রস্থ হইয়া পড়েন। একটি টিলার উপর বাড়ি করিবেন বলিয়া তিনি উহাকে পুকুর কাটাইয়া ও উদ্যান রচনা করিয়া সাজাইয়া লইতেছিলেন। এখন স্নেহাস্পদ ভ্রাতাকে এখানেই সমাহিত করিলেন। তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী তাঁহার মাজারও একই গৃহে উহার পাশেই বিরাজমান।

নাসিরুদ্দীন খান বাহাদুরের পরবর্তীগণ

নাসিরুদ্দীন খান বাহাদুরের পাঁচ পুত্র (এবং চারি কন্যা) : ১ আবদুল্লা খাঁ (নিঃসন্তান মারা যান), ২ আমিনুল্লা খাঁ, ৩ আজিজুল্লা খাঁ, ৪ ফৈজুল্লাহ খাঁ ও ৫ তৈয়বুল্লা খাঁ

আমিনুল্লা খাঁর দুই পুত্র : কলিমুল্লা খাঁ, আলীমুল্লা খাঁ।

আলীমুল্লা খাঁর পুত্র ১ আবদুল মজীদ খাঁ ২ এয়ার আলী খাঁ রেলওয়ের লোকো-শেড ইনচার্জ, ও ৩ আবদুল গণী খাঁ (কো-অপারেটিভ ইন্সপেক্টার)।

আবদুল মজীদ খাঁর পুত্র : ১ বদিউল আলম খাঁ এফ্ এম্ ২ আলাউদ্দীন খাঁ ও ৩ নঈমুদ্দীন খাঁ।

এয়ার আলী খাঁর পুত্র : ১ শাহ জাহান (থানা কো-অপাঃ ইন্সপেক্টর),

২ শাহ্ আলম, বি-এস্-সি (ইঞ্জি:) (এসিষ্টান্ট, ইঞ্জিনিয়ার, ওয়াপদা), ৩ জানে আলম।

আবদুল গনী খাঁর পুত্র: ১ ফরিদুদ্দীন, ২ জসিমুদ্দীন ও ৩ নাসিরুদ্দীন।

কলিমুল্লা খাঁর পুত্র মোহম্মদ ইউনুস খাঁ অবসর প্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট সব, রেজিষ্ট্রার। কিছু কাল য়ুনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ছিলেন। সাতকানিয়া, জোয়ারগঞ্জ এবং কাতয়াবাদ প্রভৃতি কর্মস্থানে স্থানীয় হাই স্কুলের সেক্রেটারী স্বরূপ খেদমৎ করিয়া গিয়াছেন। কিছুকাল চুনতি মাদ্রাসা এবং চুনতি হাই স্কুলেরও সেক্রেটারী ছিলেন। ১৯৫৪ সালে পবিত্র হজ্ব সমাপন করেন। সমাজ-কল্যাণ মূলক কাজে চিরকালই অগ্রণী ছিলেন। ১৯৬১ সালের ১১ই নভেম্বর এন্তেকাল করেন।

তৎপুত্র: ১ মোহম্মদ খায়র খাঁ বি-এ, বি-টী: কাসেম আলী হাই স্কুলের এবং সংশ্লিষ্ট নৈশ বিদ্যালয়ের প্রথিত-যশা হেডমাষ্টার। প্রধান শিক্ষক সঙ্ঘের সম্পাদক। জেলা বয়-স্কাউট এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী।

মুসলিম লীগ আন্দোলনের সময় সদর বি মহকুমার নায়েব সালারে-জেলা ছিলেন। গৌরবপূর্ণ ছাত্র-জীবন: ছাত্র-নেতা : ছাত্র-আন্দোলন সম্বন্ধীয় উপন্যাস 'রঙ্গীন হেলাল'-এর লেখক। দেশাত্মবোধক কবিতা-গ্রন্থ 'খঞ্জর'এর প্রণেতা। তৎপুত্র ১ জালালুদ্দীন খাঁ ২ নকিবুদ্দীন খাঁ, ৩ শাহবাজুদ্দীন খাঁ।

২ মুজিবুর রহমান খাঁ, বি-এ। আবকারীর ডেপুটী সুপারিন্টেণ্ডেন্ট। (এই অংশ মুদ্রণ কালে ঈ পি আই ডি সি-র য়্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসার পদে নিয়োজিত আছেন) তৎপুত্র: ১ মিনহাজুর রহমান খাঁ ২, সজ্জাদুর রহমান খাঁ ৩ এজাজুর রহমান খাঁ।

৩ নজাবতুল্লা খাঁ। এম্-এ, প্রিভেন্টিভ অফিসার

৪ হামিদুল্লা খাঁ

৫ রুহুদ্দীন খাঁ

আজিজুল্লা খাঁ (আল-হজ্জ) আলেম ছিলেন এবং দরবেশী জীবন যাপন করিতেন। তৎপুত্র মওলানা সৈফুল্লা খাঁ ও আল-হজ্জ শেহাবুল্লা খাঁ উভয়েই প্রসিদ্ধ আলেম এবং শায়ের ছিলেন। সৈফুল্লা 'জওহর' এবং শেহাবুল্লা 'সাকেব' তখল্লুস গ্রহণ করেন। শেহাবুল্লা গভর্ণমেন্ট মোস্‌লেম হাই স্কুলে দীর্ঘকাল হেড মৌলবীর পদে কাজ করিয়া অবসর গ্রহণ করেন।

সৈফুল্লা দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ শায়ের আমীর মিনাঈর শাগরেদ ছিলেন। সুবক্তা

Ghunati.com pioneer in village based website

ছিলেন। বার্মায় দীর্ঘকাল শিক্ষক ও মস্‌জিদের ইমাম ছিলেন।

শেহাবুল্লা (আলহজ্জ্) গভর্ণমেন্ট মোস্‌লেম হাই স্কুলে দীর্ঘকাল হেড মৌলবীর পদে কাজ করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। মীর্জার খিল দরবার শরীফের বিখ্যাত পীর হযরৎ আবদুল হাই সাহেবের উর্দ্দু জীবনী-গ্রন্থ 'ছীরতে ফখরুল আরেফীন'-এর বঙ্গানুবাদ করেন। 'মিনহাজুল আদব' নামে তাঁহার রচিত একখানি আরবী পাঠ্য-পুস্তকও কিছু দিন প্রচলিত ছিল।

সৈফুল্লার পুত্র ১ সোলেমান খাঁ, এফ্‌. এম্‌ ও হেকিমে হাজেক, ২ য়ুসুফ খাঁ, ৩ কাসেম খাঁ।

সোলেমান খাঁর পুত্র ১ শেফাউল্লাহ, ২ হাবীবুল্লাহ্‌, ৩ বরকতুল্লাহ্‌, ৪ কুদরতুল্লাহ্‌, ৫ নেয়ামতুল্লাহ, ৬ রহমতুল্লাহ্‌

কাসেম খাঁর পুত্র মুজিবুল্লাহ্‌।

শেহাবুল্লার পুত্র ১ ছমিউল্লা খাঁ ঢাকা সিটি পুলিসের উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী, ২ শফিউল্লা খাঁ বি-এস্‌ সি (ইন্‌জিনিয়ারিং-মিক্যানিক্যাল) ঈ পি-ওয়াপদার ডিরেক্টর অব পারচেজ, ৩ রশিদুল্লা খাঁ এম্‌-কম্‌, ইনকাম ট্যাক্স প্রাকটিশনার, ৪ শরীফুল্লা খাঁ বি-এস্‌ সি (ইঞ্জিনিয়ারিং সিভিল) ওয়াসার এসিষ্ট্যান্ট, ইঞ্জিনিয়ার ৫ এরশাদুল্লা খাঁ এফ্‌. এম্‌।

ছমিউল্লা খাঁ-র পুত্র ১ শমছুল হক খাঁ, ২ বদরুল হক খাঁ।

শফিউল্লা খাঁর পুত্র মাহমুদল হক খাঁ।

রশিদুল্লা খাঁর পুত্র ১ সিরাজুল হক খাঁ, ২ ইকরামুল হক খাঁ।

-ফৈজুল্লাহ খাঁ: সব্‌-ডেপুটী কলেক্টর: দীর্ঘকাল দক্ষ প্রশাসক রূপে কাজ করিয়া প্রভূত যশঃ অর্জন করেন। প্রতিপত্তিশালী জমিদার: দেশ-হিতৈষণা ও দানশীলতার জন্য খ্যাত ছিলেন: মীর্জাখিল দরবার শরীফের পীরের খেলাফৎ লাভ করেন। প্রসিদ্ধ শুকুর আলী মুন্সেফের কন্যাকে শাদী করেন। তৎপুত্র ১ মুফিজুর রহমান খাঁ, ২ ফৈয়াজুর রহমান খাঁ, ৩ মুস্তাফিজুর রহমান খাঁ, ৪ এস্তেফাজুর রহমান খাঁ এবং ৫ হেফাজতুর রহমান খাঁ।

মফিজুর রহমান খাঁ চট্টগ্রাম ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রার অফিসের হেড্‌ ক্লার্ক ছিলেন। তৎপুত্র ছরওয়েরজমান খাঁ তরুণ বয়সে আজাদী তথা খেলাফত আন্দোলনে যোগ দিয়া গঠনমূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। প্রতিষ্ঠানিক অধ্যয়নে আর ফিরিয়া আসেন নাই। তবে, হোমিওপ্যাথিতে এম্‌-ডি ডিগ্রী অর্জন করিয়া প্রবীণ ও প্রসিদ্ধ চিকিৎসক রূপে এখন সম্মানিত। চট্টগ্রাম হোমিওপ্যাথিক কলেজের (পূর্বের পপুলার হোমিওপ্যাথিক কলেজ) প্রতিষ্ঠাতা ও প্রিন্সিপ্যাল প্রথম পাকিস্তান হোমিওপ্যাথিক বোর্ডের সদস্য ছিলেন।

তৎপুত্র ১ শফিকুর রহমান খাঁ, ২ খলিলুর রহমান খাঁ ও ৩ মতিয়র রহমান খা।

ফৈয়াজুর রহমান খাঁর বর্তমান বয়স ৮৯ বৎসর। জবরদস্ত ও পরহেজগার আলেম। প্রথমে বাঙ্গালা দেশে ও পরে বার্মায় দীর্ঘকাল স্কুলের হেড মৌলবীর পদে অধ্যাপনা করেন। মুসলিম ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার ও কাজীর পদে নিজগ্রামে নিয়োজিত ছিলেন।

আরবী শিক্ষা সমাপনান্তে কলিকাতায় ইংরেজী পড়া কালীন মওলানা আবদুল হাইর মাধ্যমে সৈয়দ আমীর আলীর সংস্পর্শ লাভ করেন। পরে অনুবাদ কার্যে সৈয়দ আমির আলীকে সাহায্য করিতেন। সৈয়দ আমির আলী মাঝে মাঝে তাঁহাকে কিছু কিছু পারিশ্রমিক দিতেন।

পরে ফৈয়াজুর রহমানের সাহিত্যিক প্রতিভা বিশেষ রূপে বিকশিত হয়। তিনি 'রওনক' তখল্লুছ গ্রহণ করেন। দিল্লী ও অন্যান্য স্থানের উর্দু পত্রিকায় তাঁহার বহু 'নাতিয়া' ও, 'গজল' ইত্যাদি প্রকাশিত হয় এবং উচ্চ প্রশংসা লাভ করে। তাঁহার 'জলওয়ায়ে রওনক' এক বিশাল গ্রন্থ।

তিনি 'এছতেলাহাতে জুগ্রাফিয়া' নামক উর্দু পুস্তিকার রচয়িতা এবং হাকিম সিকান্দর শাহ্ প্রণীত 'ছিরতে ফখরুল আরেফীন' দ্বিতীয় খণ্ডের বঙ্গানুবাদ করেন।

নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাপরায়ণতা তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া 'রোজ নামচা' লিখিয়া সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছেন।

তাঁহার ব্যক্তিগত কুতুবখানায় বহু দুষ্প্রাপ্য আরবী, ফার্সী ও উর্দু ধর্মীয় গ্রন্থসমূহ সংগৃহীত ও সংরক্ষিত আছে।

তিনি মির্জাখিল দরবার শরীফের প্রসিদ্ধ পীর হযরৎ জাহাঙ্গীর শার অন্যতম প্রধান খলিফা।

দীর্ঘকাল চুনতি হাকিমিয়া মাদ্রাসার সেক্রেটারী ছিলেন।

ফৈয়াজুর রহমানের পুত্র :

১ শরাফতুল্লা খাঁ বি-এ অনার্স (একোয়ার্ড এষ্টেটে সব-ডিভিশন্যাল ম্যানেজার আছেন)

২ উমেদুল্লা খাঁ (সরকারী বিভাগে একাউন্ট্যান্ট) তৎপুত্র ১ নেয়াজুর রহমান খাঁ ২ ফজলুর রহমান খাঁ ৩ আতাউর রহমান খাঁ।

৩ মোহাম্মদ হেমায়েতুল্লা খাঁ বি-এ, এল্-এল্-বি চট্টগ্রাম জজ আদালতের য়্যাডভোকেট। পাঠ্যাবস্থায় মুসলিম

য়্যাডভোকেট । পাঠ্যাবস্থায় মুসলিম ছাত্র-লীগের নেতা ছিলেন। তৎপুত্র ১ ফরিদুদ্দীন খাঁ ২ নিজামুদ্দীন খাঁ।

মুস্তাফিজুর রহমান খাঁ: (আল-হাজ্) : গৌরবপূর্ণ ছাত্র-জীবন : ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হন : ধার্মিক পুরুষ রূপে খ্যাতি অর্জন করেন : সৎ, নিরপেক্ষ ও জনপ্রিয় বিচারক ও প্রশাসক রূপে দীর্ঘ চাকুরির পর অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন । অতঃপর আধ্যাত্মিক সাধনায় মগ্ন রহিয়াছেন ।

মীর্জাখিল দরবার শরীফের অন্যতম প্রধান খলিফা। হযরৎ বড় পীর সাহেবের বিখ্যাত গ্রন্থ 'জুবদতুল আছার'-এর বাংলা অনুবাদ করিয়াছেন। 'সাধুর আত্ম-বিনাশ' নামক পুস্তকের লিখক।

আরব, মধ্যপ্রাচ্য ও হিন্দুস্তানের ধর্ম-কেন্দ্র ও তী সমূহের দীর্ঘকাল সফর করিয়াছেন ।

তাঁহার দৈহিক সৌন্দর্যও দর্শকদের অভিভূত করে ।

তৎপুত্র :

১ আমানুল্লা খাঁ এম্-এ, বি-এল্। বিচার বিভাগে মুন্সেফ রূপে নিযুক্ত হইয়া পদোন্নতি বলে এডিশন্যাল ডিষ্ট্রিক্ট্ ও সেসন-জজ হইয়াছেন।

২ ফজলুল্লাহ খাঁ, বি-কম (ইন্সুরেন্স কর্মাধ্যক্ষ) তৎপুত্র : ১ আনিছুর রহমান খাঁ ও ২ আরিফুর রহমান খাঁ ।

৩ ফরমানুল্লা খাঁ, এম্-এ, এল্-এল্-বি। হাই কোর্টের য়্যাডভোকেট। পাকিস্তানোত্তর যুগের বিখ্যাত ছাত্র-নেতা । 'পাকিস্তান 'ছাত্র-শক্তি'র প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ।

৪ বুরহানুল্লা খাঁ, বি-এ (ব্যাঙ্কের ম্যানেজার)

৫ মনসুরুল্লা খাঁ।

এন্তেফাজুর রহমান খাঁ পুলিশ কর্মচারীর কাজ করেন। ধার্মিক : প্রসিদ্ধ সমাজ-নেতা : গায়ক ও বেহালা বাদক রূপে সুপরিচিত : নিজেও দুই শতের উপর মা'রফতী মুর্শিদী ও অন্যান্য গান রচনা করিয়াছেন।

তৎপুত্র :

১ মলিহুদ্দীন খাঁ বি-এ । প্রিভেন্টিভ অফিসার, পরে শিক্ষক, এখন ব্যাঙ্কের কর্মাধ্যক্ষ ।

তৎপুত্র ১ তমিজুদ্দীন খাঁ ২ ফরিদুদ্দীন খাঁ

২ রফিউদ্দীন খাঁ

তৎপুত্র নাসিরুদ্দীন খাঁ

৩ সালাহুদ্দীন খাঁ

তৎপুত্র নোমান

হেফাজতুর রহমান খাঁ — বি-এ বি-এল ছিলেন। দীর্ঘকাল চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটির চীফ এসেসরের কাজ করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। আরবী, ফার্সী, উর্দু ভাষায় তাঁহার দখল ছিল। তিনি কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। বাঙ্গালা ভাষায় বহু গীত রচনা করেন। 'মুর্শিদ-গীতিকা' নামক গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁহার কোন কোন গীত রেকর্ড হইয়াছে। তৎপুত্র হাবিবুল্লা খাঁ (কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট) এবং ফৈজুল্লা খাঁ।

তৈয়বুল্লা খাঁ (আলহাজ্জ): দক্ষ পুলিস কর্মচারী এবং জমীদার ছিলেন। তাঁহার নিয়মানুবর্তিতা এক প্রবাদে পরিণত হইয়াছিল। দক্ষ প্রশাসক ও নির্ভীকতার জন্য হুকুমত তাঁহাকে একটি সোনার ঘড়ি উপহার দেন। স্পষ্টভাষী ও সত্যবাদী বলিয়াও তাঁহার সুনাম ছিল। তাঁহার অনেক কর্ম্মচারী থাকা সত্ত্বেও নিজ হাতে কাজ করিতে কখনও কুণ্ঠিত ছিলেননা। তিনি মুলুক ছোবহান গ্রামের প্রসিদ্ধ ছৈয়দ বংসে বিবাহ করেন। তৎপুত্র ১। কবিরউদ্দীন আহমদ খাঁ ২। তাহের আহমদ খাঁ ৩। কামালউদ্দীন আহমদ খা ৪। জামালউদ্দীন আহমদ খাঁ ৫। মোহাম্মদ ইস্রাইল খাঁ।

১। কবিরুদ্দীন আহমদ খাঁ বি-এ (অনার্স): গৌরব-পূর্ণ ছাত্র জীবন: সৎ ও দক্ষ অফিসার রূপে অত্যন্ত সুনামের সহিত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন: প্রসিদ্ধ শিকারী। তৎপুত্র:

১ আফতাব আহ্‌মদ খাঁ, এম্-এ, বি-এল্ কিছুকাল ওকালতি করেন: 'থিওরী অব কমার্শিয়াল ল' গ্রন্থের রচয়িতা: এখন আর্মী এডুকেশন কোরে কাপ্তেন: তৎপুত্র আল্‌তাফুদ্দীন আহ্‌মদ খাঁ।

২ ছৈয়দ আহমদ খাঁ: ফরেষ্ট রেঞ্জ অফিসার। তৎপুত্র শাহাবুদ্দীন, গিয়াসুদ্দন।

৩ শহীদ আহ্‌মদ খাঁন একাউন্‌টেন্ট।

৪ শফিক আহ্‌মদ খাঁ, এম্-এস্-সি: ডিভিশন্যাল ফরেষ্ট অফিসার। তৎপুত্র নেয়াজ আহ্‌মদ খা।

৫ ছগীর আহ্‌মদ খাঁ: ডিপ্-ইন-জুট টেকনোলজী।

৬ ছফদর আহমদ খাঁ
৭ আমীন আহমদ খাঁ উভয়ে পাঠ্যাবস্থায়।

২। তাহের আহমদ খাঁ:

ছাত্র জীবনে রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়াইয়া পড়েন। খেলাফত আন্দোলনে যোগ দিয়া উহাতেই স্থিত থাকিয়া যান। আজাদী সংগ্রামের উৎসাহী যোদ্ধা ছিলেন। আরব ও মধ্য প্রাচ্যে ব্যাপক সফর করিয়াছেন। গঠন-মূলক বহু কাজ করেন। বর্তমানে সমাজ-কর্ম ও আধ্যাত্মিক সাধনায় রত রহিয়াছেন।

হাকিমিয়া মাদ্রাসায় দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করেন এবং উহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল।

তাহের আহমদ খাঁর পুত্র মঈনুদ্দীন আহমদ খাঁ। জন্ম: ১৯২৬ গৌরবপূর্ণ ছাত্র জীবন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও কানাডার ম্যাক্-গিল বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ্. ডি। ইতিহাস—বিশেষ রূপে ইসলামিক ইতিহাস তাঁহার অধীত বিষয়। তাঁহার গবেষণাও সুপ্রচুর।

দক্ষিণ এশিয়া, বিশেষতঃ ইন্দোনেশিয়া (পালেমবাং এর মুসলিম রাজ্য) পাক ভারতের ১০৫৭ সালের স্বাধীনতা-সংগ্রাম, বাংলার ঊনবিংশ শতকের ধর্মীয় পুনরুজ্জীবন আন্দোলন—প্রভৃতি বিষয়ে তিনি প্রচুর গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহার গবেষণার প্রতিপাদ্য-সমূহ পাকিস্তানের 'ইস্লামিক লিটারেচার,' 'জার্নাল অব দি পাকিস্তান হিষ্টরিকেল সোসাইটী,' 'জার্নাল অব দি এসিয়াটিক সোসাইটী অব পাকিস্তান' প্রভৃতি সাময়িকীতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার উর্দুতে বিশেষ দখল রহিয়াছে এবং ফারসী, ইন্দোনেশিয়ান এবং ফ্রেঞ্চ ভাষায়ও তাঁহার কাজ চলার মত ব্যুৎপত্তি রহিয়াছে।

করাচীর 'জমিয়তুল ফলা'-র মুখপত্র মাসিক 'ভয়েস অব ইসলাম'-এর তিনি কিছুকাল সম্পাদনা করেন। ১৯৬১ হইতে ১৯৬৬ পর্যন্ত করাচী বিশ্ব-বিদ্যালয়ে তিনি ইসলামী ইতিহাসের অধ্যাপনা করেন। বর্তমানে ইসলামাবাদে ইসলামিক রীসার্চ্ ইনষ্টিটিউটের রীডার পদে সমাসীন রহিয়াছেন।

ডক্টর মঈনুদ্দীন আহমদ খাঁর পুত্র নাসিরুদ্দীন খাঁ এবং কন্যা গুলজার বেগম ও মালেকা আফরোজ।

৩। কামাল উদ্দীন আহমদ খাঁ এম-এস্-সি।

জন্ম ১৯০৮ সন। মেধাবী ছাত্র হিসাবে খ্যাত। স্কুলে সব সময় প্রথম স্থান অধিকার করিতেন ও মহসিন স্কলারশিপ্ পাইতেন। ষ্টার নিয়া ম্যাট্রিক পাশ করেন ও সরকারী

বৃত্তি নিয়া উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। সাহিত্যিক, সুবক্তা ও ছাত্র নেতা। কিছুদিন শিক্ষকতা ও একাউন্টস্ অফিসারের কাজ করেন। পরে ফ্রাঙ্কলিন পাব্লিকেশন নামক প্রতিষ্ঠানে এডিটরের কাজ নেন।

কামাল উদ্দীন আহ্মদ খাঁ প্রসিদ্ধ কবি ও সমাজ কর্মী বেগম সুফিয়া কামালকে শাদী করেন। তাঁহাদের দুই পুত্র — শামীম ও শাব্বীর। শামীম জার্নালিজম্ ও শাব্বীর বিজিনেস্ এড্মিনিষ্ট্রেশন্ পড়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে আছেন।

৪। জামাল উদ্দীন আহ্মদ খাঁ

ভূতপূর্ব এসিষ্টান্ট রেজিষ্ট্রার, কো-অপাঃ সোসাইটিজ; বর্তমানে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর ম্যানেজার।

তৎপুত্র জমীল আহ্মদ খাঁ, অধ্যাপক ও নাসীম আহ্মদ পাঠ্যাবস্থায়।

জামাল উদ্দীন আহ্মদ খাঁ অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ, দানশীল ও অমায়িক লোক বলিয়া খ্যাত। লোক-দরদী ও সমাজ-কর্মী বলিয়াও তাঁহার নাম আছে। চুনতী মাদ্রাসা, চুনতী হাই স্কুল ও আরও অনেক জন কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে তাঁহার দান আছে।

৫। মুহম্মদ ইস্রাইল খাঁ

এম, ইসরাইল খান ১৯১৬ সালে জন্ম গ্রহন করেন। তিনি ১৯৩৮ সালে বেঙ্গল ভেটারীনারি কলেজ হইতে গ্রেজুয়েশান লাভ করিয়া অবিভক্ত ভারতের মুক্তেশ্বরে অবস্থিত পশু গবেষণা কেন্দ্রে কাজ করেন।

দেশ বিভাগের পরে তিনি পাকিস্তানে চলিয়া আসেন এবং পাকিস্তানের "সিরাম" ও ভ্যাকসিনের প্রয়োজন মিটানোর উদ্দেশ্যে কুমিল্লাস্থ পাকিস্তান এনিম্যাল হাজবেণ্ড্রি রিসার্চ ইন্ষ্টিটিউট স্থাপনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি ষ্টেট স্কলারশীপ লাভ করিয়া উচ্চ শিক্ষার্থে যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন এবং মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এস্-সি ডিগ্রী লাভ করেন।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরে রোম্, আনকারা, তেহরান, মেনিলা, করাচী, লায়ালপুর, ইস্লামাবাদ ও ঢাকায় এফ্,এ,ও;ও,আই,ই; সেন্টো ও এফ্,এ,ও/ও,আই ই মিলিত কন্ফারেন্সে পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেন।

বর্তমানে তিনি কুমিল্লাস্থ "পাকিস্থান এনিম্যাল হাজবেণ্ড্রি রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে"র ভারপ্রাপ্ত অফিসার পদে অধিষ্ঠিত আছেন। নূতন সিরাম ভ্যাকসিনের আবিষ্কার এবং প্রচলিত "সিরাম" "ভ্যাকসিনের" সংস্কার সাধন ও পশু প্রজনন সম্পর্কিত তাঁহার বহু গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ "জার্নাল অব ভেটেরীনারি সায়েন্স এণ্ড এনিম্যাল হাজবেণ্ড্রি"জ,

"ইণ্ডিয়ান ভেটেরীনারি জার্নাল" "পাকিস্তান জার্নাল অব সায়েন্টিফিক রিসার্চ" "এগ্রিকালচার পাকিস্তান", "প্রসিডিংস অব পাকিস্তান সায়েন্স কনফারেন্স" "পাকিস্তানে কৃষি" "কৃষি কথা" প্রভৃতি বিভিন্ন দেশী ও বিদেশী সাময়িকীতে প্রকাশিত হইয়াছে।

তাঁহার দুই পুত্র : ইরফান ও ইকবাল।

আল্লাহ তা'লা এই মহান বংশের ইজ্জৎ ও হোরমৎ অক্ষুন্ন রাখুন।

Chunati.com
Pioneer in village based website

রচনা : স্থান ... আ'লমীন, কাজীর ডেউরী সেকেণ্ড লেইন, চট্টগ্রাম

কাল ... ৬।৯।৬৬ ইং

উপাদান : তাহের আহ্‌মদ খাঁ

মুহম্মদ হেমায়েতুল্লা খাঁ

মওলবী আজহার হোসেন

লেখক : মাহ্‌বুব-উল্ আলম